গণগ্রন্থাগারের ইতিহাস

১৮৫০ সালে ইংল্যান্ডে গণগ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার পর এরই সূত্র ধরে এ উপমহাদেশে বেসরকারি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৫৪ সালে ৪ টি বেসরকারি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলো হলো:

১। উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি, বগুড়া।
২। যশোর পাবলিক লাইব্রেরি, যশোর।
৩। বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি, বরিশাল।
৪। রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি, রংপুর।

পরবর্তীতে ঢাকায় ১৮৭৪ সালে, ১৮৮১ সালে রাজশাহীতে, কুমিল্লায় ১৮৮৪, পাবনায় ১৮৯০ সালে, নোয়াখালি ও সিলেটে ১৮৯৭ সালে, নাটোরে ১৯০১ সালে, চট্টগ্রামে ১৯০৪ সালে, কক্সবাজারে ১৯০৬ সালে, মুন্সিগঞ্জে ১৯০৮ সালে, কিশোরগঞ্জে ১৯০৯ সালে, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও খুলনায় ১৯১৪ সালে, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহে ১৯৩০ সালে বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত পাবলিক লাইব্রেরি সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সমাজকর্মী, বিদ্যুৎসাহীদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ যেমন- জেলাবোর্ড ও পৌরসভাকে পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু তাঁরা নতুন পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নেয়নি বললেই চলে। পরবর্তীতে জেলা ও থানা সদরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সমাজকর্মীদের দ্বারা বহু বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সমস্ত পাবলিক লাইব্রেরির মধ্যে তেমন সমতা লক্ষ্য করা যায় না। গ্রন্থাগার সরকারের কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই প্রথমত এ গ্রন্থাগারগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সমস্ত গ্রন্থাগারের সংগ্রহ খুবই কম। গ্রন্থাগারিক নেই বললেই চলে। তাছাড়া নিজস্ব ভবনও অনেক জায়গায় নেই। সবমিলিয়ে গ্রন্থাগার গুলো ভালভাবে চলছে তা বলা যাবে না।

১৯৯৪ সালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরির একটি জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপে ৮৮৩ টি বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরি পাওয়া যায়। এ সমস্ত লাইব্রেরি গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে অবস্থিত। বর্তমানে এই লাইব্রেরি গুলো সরকারি অনুদান, সদস্যদের চাঁদা, বিভিন্ন সংগঠনের অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এ সমস্ত গ্রন্থাগারের স্থায়ী কোন ফান্ডের ব্যবস্থা নেই।

বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহ তাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অধিকাংশ গ্রন্থাগারের পরিচালনা কমিটির প্রধান হলেন জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

ষাটের দশকে সারা দেশে ১১০ টি অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারি গণগ্রন্থাগার ছিল। এসমস্ত গ্রন্থাগারগুলো প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাৎসরিক অনুদান দেয়া হতো কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের মাধ্যমে। এ প্রকল্প শেষ হওয়ার পর জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুদান দেয়ার জন্য ১.৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

সরকারি গণগ্রন্থাগার

গণগ্রন্থাগার গণতান্ত্রিক সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হবার পরিবেশ সৃষ্টি, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধের বিকাশ এবং সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে তথ্য পরিবেশন প্রভৃতি কাজে গণগ্রন্থাগারের অনন্য সাধারণ ভূমিকার প্রেক্ষাপটে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের ১০.০৫.১৯৫৫ তারিখের ১৪৯১-শিক্ষা সংখ্যক আদেশ বলে "সোস্যাল আপলিফট" প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। ১৯৫৮ সালের ২২ মার্চ ১০,০৪০ খানা পুস্তকের সংগ্রহ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গ্রন্থাগারটির দ্বারোম্মোচন করা হয়। ১৯৭৭ সালে গ্রন্থাগারটিকে শাহবাগ এলকায় বর্তমান অবস্থানে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তর করা হয় এবং ০৬.০১.১৯৭৮ তারিখে নতুন ভবনে গ্রন্থাগার উদ্বোধন করা হয়। এ গ্রন্থাগার দেশের গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল প্রতিষ্ঠান (Apex Organisation) হিসেবে কাজ করছে। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অস্ট্রেলিয়ান লাইব্রেরি বিশেষজ্ঞ Mr. L.C. Key ১৯৫৬ সালে রিপোর্ট পেশ করায় সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগীয় শহরে একটি করে ২ টি বিভাগীয় লাইব্রেরি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের অধীন খুলনার বয়রায় ২২,৫০০ বর্গফুট আয়তনের দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হয়। জুন ১৯৬৬ সালে ২৮,০০০ পুস্তকসহ গ্রন্থাগারটি উদ্বোধন করা হয়। স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন চারতলা ভবন নির্মাণ করা হয়, যার আয়তন ৪৬,০০০ বর্গফুট। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীন রাজশাহীতে ১৯৮৩ সালে ১৮,৫৭০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একতলা ভবন নির্মাণ করা হয়। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রন্থাগারটি ১১,০০০ পুস্তক নিয়ে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

১৯৮২ সালের ১৫ জুন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এর এক আদেশ বলে বাংলাদেশ পরিষদকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। প্রশাসনিক পূণর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি (এনাম কমিটি) সরকারি গণগ্রন্থাগাসমূহ ও বিলুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদের অধীনে জেলা ও তৎকালীন মহকুমা (বর্তমানে জেলা) পর্যায় পর্যন্ত পরিচালিত গ্রন্থাগারসমূহ (তথ্য কেন্দ্র) সমন্বয়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর গঠনের পক্ষে সুপারিশ করে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের ০৯.১১.৮৩ তারিখে ৭০০২/১/সিভ-১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে উক্ত সুপারিশ অনুমোদিত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালে বিলুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদকে বিদ্যমান গণগ্রন্থাগার এর সাথে একীভূত করে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বর্তমানে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে নিম্নোক্ত ৭১ টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে:

১ টি সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার (ঢাকায়)

৭ টি বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদরে)

৫৬ টি জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার (৫৬টি জেলা সদরে)

২ টি উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার (বকশীগঞ্জ , দেওয়ানগঞ্জ- ময়মনসিংহ জেলায়)

৪ টি শাখা গ্রন্থাগার ঢাকায় - ২টি, (আরমানিটোলা, মোহাম্মদপুর), রাজশাহীতে -১ টি (সোনাদিঘীর পাড়), ময়মনসিংহে - ১টি (বাংলাদেশকৃষিবিশ্ববিদ্যালয়)।

১টি টুঙ্গিপাড়া বঙ্গবন্ধু স্মৃতিসৌধ সরকারি গণগ্রন্থাগার

সর্বমোট ৭১ টি।